মোবাইল: ব্যবহার পদ্ধতি এবং বিধান
[বাংলা – Bengali – بنغالي[

আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

2011 - 1432

الجوال: آداب وأحكام

« باللغة البنغالية »

علي حسن طيب

مراجعة: الدكتور محمد منظور إلهي

2011 - 1432

IslamHouse.com

[illegible] : [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

ব্যবহৃত হচ্ছে আজ এ আধুনিক প্রযুক্তি। আজ এই মোবাইল নামক ক্ষুদে যন্ত্রটি সুকর্মে- অপকর্মে, মন্দ রোধে-বিস্তারে সমভাবে অবদান রেখে চলেছে, যা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হলে, আমাদেরকে চরম মাশুল দিতে হবে। চলুন নিচে এর কয়েকটি নেতিবাচক দিক তুলে ধরা যাক

১। অবৈধ সম্পর্কের অবাধ বিস্তার:

মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহারে সবচেয়ে বেশি উপকৃত (?) হচ্ছে তরুণ-তরুণীরা। এর বদৌলতে অবৈধ প্রেম ও মেকি ভালোবাসার প্রসাদ পুরো যুব প্রজন্মের জন্য অবারিত হয়ে পড়েছে। পারিবারিক শাসনের কারণে যারা এতদিন প্রেম বা ভালোবাসার মহার্ঘ ছুঁয়ে দেখতে পারেননি, তারাও আজ তা অনায়াসে ছুঁয়ে দেখতে পারছেন। মোবাইলের যে কোনো দোকানে গিয়ে রাত ৮টার পর দাঁড়াবেন, দেখবেন অবৈধ সম্পর্কের তোড়ে ভেসে যাওয়া তরুণ-তরুণীরা গ্লাসের আড়ালে কিংবা দোকানের বাইরে এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা ধরে নিচু স্বরে কথা বলে যাচ্ছে। অনেক পরিচিত দোকানদার গল্পচ্ছলে এ কথা স্বীকার করেছেন যে, এই তরুণ- তরুণীদের গল্প-প্রেমালাপের বিলেই ওদের দোকান টিকে আছে।

অবশ্য দোকানে গিয়ে কথা বলার এখন প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে। এখন যে যুবক টাকার অভাবে ভালোমত লেখাপড়া করতে পারে না, সেও টিউশনি করে মোবাইলের গর্বিত সত্ত্বাধিকারী হয়েছে। একটু ঝড়-বৃষ্টিতেই যারা নীড়হারা হয়ে পড়ে দিব্যি তাদেরও দেখা যায় পথ চলতে গিয়ে নিজের মোবাইল সেটে সজোরে লেটেস্ট গান শুনছে। স্বল্প মূল্যের চায়না সেটগুলোর প্রতিটিতে মাল্টিমিডিয়া সুবিধাগুলো অবারিত করে দেয়ায় এমনটি ঘটতে পারছে।

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]-[illegible]:

[illegible]

মোবাইলের তো কথাই নেই। যেন পুরোপুরি গানের টেপ রেকর্ডার বা অডিও-ভিডিও প্লেয়ার। অথচ গান-বাদ্যে অংশগ্রহণ করা বা শোনা উভয়ই গুনাহর কাজ। অশ্লীল গান তো আরো মারাত্মক পাপের বিষয়। অধুনা কোনো মোবাইল অপারেটর গান-বাদ্যের এ পাপকে আরো বেশি অপরিহার্য করে তুলেছে। ওয়েলকাম টিউন এর নামে আউটগোয়িংয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সরাসরি গান-বাদ্য শোনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তেমনি অনেক মোবাইলে এমন সিস্টেম করা আছে যে, সেখান থেকে পাঠানো কল (ইনকামিং) রিসিভ করা মাত্র কয়েক সেকেন্ড গান-শুনানো হয়, এরপর কথা বলা হয়। অনুরূপভাবে একটি মোবাইল অপারেটর কোম্পানির অফিসে কোনো তথ্যের জন্য ফোন করলেই প্রথমে অর্ধ মিনিট বাদ্য-বাজনা শুনিয়ে দেয়া হয়। যারা কোনোদিন স্বেচ্ছায় গান-বাজনা শুনেন নি এবং নিজের ধার্মিকতাকে রক্ষা করেছেন, তারাও এ পর্যায়ে মোবাইলে গান বা মিউজিক শুনতে একরকম বাধ্যই হন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আল্লাহর পবিত্র ঘর মসজিদে পর্যন্ত গানের রিংটোন বেজে উঠে। মোবাইল বন্ধ না করে সালাত শুরু করলে, কল এসে পড়লে গানের আওয়াজ শুধু এর বাহকের নয়; সমবেত সকল মুসল্লীর সালাতে ব্যঘাত ঘটায়। সালাতে মনোসংযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

অন্য আরো কিছু নেতিবাচক ব্যবহারের দিক:

এছাড়া মোবাইলের আরো অনেক নেতিবাচক ব্যবহারের শিকার হচ্ছি প্রায়শই। এর মধ্যে রয়েছে মোবাইলে ক্যামেরা ও ভিডিওর নাজায়িয ব্যবহার, গেম খেলে সময়ের অপচয়, সময়ে অসময়ে পরিচিত-অপরিচিতকে বারবার মিস কল দিয়ে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি। পাঠক-

পাঠিকাগণ হয়তো এসব পড়ে আমাকে মোবাইল বা প্রযুক্তি বিদ্বেষী ভাবতে পারেন। বাস্তবে আমরা তা নই। আমরা অবশ্যই মোবাইলসহ সব ধরনের প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রাপ্তির দাবীদার। আমরা এসবের সাফল্যের গুণগ্রাহী। তবে এসব প্রযুক্তির উপহার জাতির কল্যাণের জন্যই নিবেদিত হোক এবং এসবের অপব্যবহার রোধ হোক-সেটাই কামনা। সেই লক্ষ্যে মোবাইলের অনাকাঙ্ক্ষিত নেতি ও অপব্যবহার থেকে নিজে বাঁচাতে এবং অপরকে বাঁচাতে নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি:

১। অবৈধ সম্পর্ক রোধে:

(ক) যুব শ্রেণীর মাঝে আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের ফিকির সৃষ্টি করতে হবে। (খ) অভিভাবকদের অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে সন্তানের প্রতি নজরদারী বাড়াতে হবে। (গ) ফোন দোকানীরা (যাদের ফোনে প্রেমালাপ করে) অভিভাবকদের অবহিত করবেন (যদিও তাতে ব্যবসায়িক লাভ কিছুটা ব্যাহত হয়)। (ঘ) ছেলে বা মেয়ের আবদারের কাছে আত্মসমর্পণ করে চরিত্র ধ্বংসের এ হাতিয়ার অযথা তাদের হাতে তুলে দেবেন না।

২। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা অম্লান রাখতে:

(ক) স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের প্রতি বেশি ভালোবাসাপরায়ণ হতে হবে। (খ) ধর্মীয় দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় কোনো পুরুষ বা নারীর মায়াজালে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামের পর্দা ব্যবস্থা খুবই

ফলপ্রসূ। তা পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। (গ) অল্প বয়সী তরুণ-তরুণীরা পার্সোনাল মোবাইল ব্যবহারের সুযোগ সীমিত করতে পারলে ভালো হয়।

৩। সমাজের অবক্ষয় ও অপরাধ রোধে:

(ক) আড়িপাতা আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা দরকার। বাংলাদেশ, আমেরিকাসহ বিশ্বের অনেক দেশে আড়িপাতা আইন নিয়ে অনেক বিতর্ক বা ভিন্ন মত রয়েছে। এক্ষেত্রে বলতে চাই, মানুষের প্রাইভেসি নষ্ট হয়ে যাবে এ যুক্তির চেয়ে অসৎ লোকদের প্রাইভেসি নিয়ে বেশি চিন্তা করা উচিত। (খ) মোবাইল ফোন সংযোগ ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তরের প্রশ্নে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটোকপি ও রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪। গান-বাদ্য, ফটো প্রভৃতি পাপকর্ম রোধে:

(ক) মোবাইল কোম্পানিকে ইসলামসম্মত জায়িয রিংটোনের সহজ ব্যবস্থা করতে হবে এবং নাজায়িয গান-বাদ্যের রিংটোনের ব্যবহার থেকে মুসলমানদেরকে হিফাযতের ব্যবস্থা নিতে হবে। (খ) অশ্লীল ও নাজায়িয সব সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করতে হবে। (গ) ব্যক্তি পর্যায়ে আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার চর্চা বাড়াতে হবে। (ঘ) মসজিদের ইমাম ও খতীব সাহেবান এ ব্যাপারে মুসল্লীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

মোবাইল ব্যাবহারকারীদের প্রতি সর্বশেষ জরুরী কথা

(ক) মোবাইলে কথা শুরু করার সূচনা ও সমাপ্তিতে বিশুদ্ধভাবে সালাম দিন। ও পাশ থেকে আপনার আগে সালাম দিলে, শুদ্ধভাবে সালামের জবাব দিন। (খ) অযথা মিস কল দেয়া থেকে বিরত থাকুন। বারবার মিসকল দিয়ে অযথা কাউকে কষ্ট দেয়া গুনাহর কাজ।

9

(গ) দু’একবার রিং করার পর রিসিভ না করলে, অপর পক্ষ সালাত, ঘুম বা অন্য কোনো জরুরী কাজে আছেন ভেবে আপাতত বিরত থাকুন। প্রয়োজনে পরে আবার কল করুন। (ঘ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জামা‘আতের সময় দীনদার ও নামাযী লোকদের পারতপক্ষে কল করবেন না। (ঙ) গভীর রাতে একান্ত জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ফোন করে অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবেন না। (চ) ফোনে যাতে কখনো কোনো নাজায়িয বিষয়ের অবতারণা না হয়, সে ব্যাপারে সব সময় সাবধান থাকুন।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে সকল অপকারী আচরণ ও সামগ্রী থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন। প্রয়োজনীয় সব কিছুর ইতিবাচক ও উপকারী ব্যবহার সহজ করে দিন। আমীন।